সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৫২
WEEKLY BOOKLET: 252

ইলমের বরকত

সন্তানের জন্য উত্তম উপহার ৯
তাকলীদের প্রমাণ ১৩
আলিমে দ্বীনের সংজ্ঞা ১৫
প্রিয় নবী'র মুখে আলিমের মর্যাদা ২১

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে ইলমে দ্বীনের আগ্রহ সৃষ্টি করা ও দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করার জন্য মাঝে মাঝে উৎসাহ প্রদান করা হয়। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা (Weekly Booklet) পড়ার বা Audio Book এর মাধ্যমে শুনার ঘোষনা করা হয়ে থাকে, অধ্যয়নকারী সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা আত্তারের দোয়ার বরকতও অর্জন করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন মজলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, ১৩ই রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরীতে সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন মজলিশের এক ইসলামী ভাই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে আরো নতুন বিষয়ের ব্যাপারে নির্দেশনা নেন, তখন তিনি কয়েকটি মাদানী মাশওয়ারা প্রদান করে বলেন: ইহইয়াউল উলুমকে ভুলবেন না। (অর্থাৎ এই কিতাবটি আমার পুস্তিকায় অন্তর্ভূক্ত করবেন।) কেননা তিনি ইহইয়াউল উলুম কিতাবটি খুবই পছন্দ করেন। এক মাদানী মুযাকারায় আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: বাহারে শরীয়াত হলো আলিম বানানোর কিতাব এবং ফতোওয়ায়ে রযবীয়া মুফতী বানানোর কিতাব আর ইহইয়াউল উলুম

www.dawateislami.net

পরিপূর্ণ মুমিন বানানোর কিতাব। তিনি বলেন: বাতেনী জ্ঞানের ব্যাপারে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আমার প্রতি অনেক দয়া রয়েছে, যে ইহইয়াউল উলুম পড়েনি আমার তাকে অপূর্ণ অপূর্ণ মনে হয়। অতএব আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীর উপর আমল করে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগ শ্রেষ্ঠ কিতাব ইহইয়াউল উলুম, যেটা আরবী ভাষায় ৫ খন্ডে রচিত এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ **ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার** যা **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া"** নামে পরিচিত, এই কিতাবটি উর্দূ ভাষায় অনুবাদও করেছে। সকল আশিকানে রাসূলের উচিৎ, তারা যেনো ধারাবাহিকভাবে এই কিতাবটি অধ্যয়ন করেন, اِنْ شَآءَ الله আপনাদের জ্ঞানে অবশ্যই প্রসারতা লাভ করবে ও অনেক ফরয উলুম শিখতে পারবেন। জনসাধারনের সহজতা ও অধ্যয়নের সুবিধার জন্য ইহইয়াউল উলুম থেকে কিছু বিষয়বস্তু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে এই পুস্তিকায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। (যা ধারাবাহিকভাবে চালু থাকবে اِنْ شَآءَ الله) **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি ও ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন করা শুধু জ্ঞান বৃদ্ধির মধ্যম নয় বরং এতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারেও অবহিত হওয়া যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর কিতাব থেকে ফয়েয লাভ করার তৌফিক দান করে ইলমের উপর একনিষ্টতার সহিত আমল করার সৌভাগ্যও দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সালামান্তে

আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ

www.dawateislami.net

ইলমের বরকত

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই **"ইলমের বরকত"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার সন্তুষ্টির জন্য ইলমে দ্বীন শিখার এবং তা প্রসার করার তৌফিক দান করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত শায়খ আবুল আব্বাস তিজানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ছাত্রকে চিঠি পাঠালেন। আর এতে বিসমিল্লাহ এবং সালাত ও সালামের পর লিখলেন: **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে বড় উপকারী যিকির হলো, **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনায় অন্তরকে হাজির করে দরূদ প্রেরণ করা। নিঃসন্দেহে এটি ইহকালিন ও পরকালিন সকল উদ্দেশ্য পূরণের জামিনদার এবং সকল বিপদে সমাধান আর যে ব্যক্তি এর উপর আমল করবে, সেই **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত হবে।

(সাআদাতুদ দারাঈন, ১০৯ পৃষ্ঠা)

দসত বস্তা সব ফিরিশতে পড়তে হে উন পর দুরূদ
কিউঁ না হো ফির ভিরদ আপনা اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَام
মুমিনু পড়তে নেহী কিউঁ আপনে আক্বা পর দুরূদ
হে ফিরিশতোঁ কা ওযীফা اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَام

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বুদ্ধিমান মা

কোটি কোটি মালেকীদের ইমাম, আশিকে মদীনা, ইমাম মালেক বিন আনাস ও মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর মতো মহিমান্বিত মনিষীর সম্মানিত ওস্তাদ হযরত রবিয়া বিন আবু আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখনো তাঁর আম্মাজানের পেটেই ছিলেন, তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আবু আব্দুর রহমান ফাররুখ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বনু উমাইয়ার খেলাফতকালে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে খোরাসান চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট ত্রিশ (৩০) হাজার দিনার রেখে যান। ২৭ বছর পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন, তখন তাঁর হাতে বর্শা ছিলো আর তিনি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। বাড়ি পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং বর্শা দ্বারা দরজাকে ভেতর দিকে ধাক্কা দিলেন তখন হযরত রবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্রুত বাইরে বের হলেন। যখনই তিনি একজন সশস্ত্র লোককে দেখলেন তখন খুবই রাগান্বিত হয়ে বললেন: "হে **আল্লাহ**র বান্দা! তুমি কি আমার ঘর আক্রমন করতে চাও?" হযরত ফাররুখ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "না! কিন্তু তুমি বলো যে, তোমার কিভাবে আমার ঘরে প্রবেশ করার সাহস হলো।" অতঃপর উভয়ের মধ্যে

www.dawateislami.net

তিক্ত বাক্য বিনিময় হতে লাগলো। এক পর্যায়ে উভয়ের মাঝে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হলো কিন্তু প্রতিবেশিরা মাঝখানে এসে গেলো আর ঝগড়া হলো। যখন ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও অপর বুযুর্গ জানতে পারলেন তখন সাথেসাথেই চলে এলেন। লোকের তাঁদের দেখে চুপ হয়ে গেলো। হযরত রবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ ব্যক্তিকে বললো: "**আল্লাহ**র শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমায় ছাড়বো না যতক্ষণ তোমায় সুলতান (অর্থাৎ ইসলামী বাদশাহ) এর নিকট নিয়ে যাবে না।" হযরত ফাররুখ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললো: "**আল্লাহ**র শপথ! আমি তোমাকে সুলতানের নিকট নিয়ে যাওয়া ব্যতীত ছাড়বো না, একে তো তুমি আমার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছো তার উপর আবার আমার সাথে ঝগড়া করছো।" ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আবু আব্দুর রহমান ফাররুখ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খুবই নম্রতার সহিত বুঝাতে লাগলেন: বড় মিয়া! যদি আপনার থাকারই উদ্দেশ্য হয়ে তবে অন্য কোথাও গিয়ে থাকুন।" তিনি বললেন: "আমার নাম ফাররুখ আর এটা আমারই ঘর।" একথা শুনে তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী যিনি দরজার পেছন থেকে সব কথা শুনছিলেন, তিনি বলতে লাগলেন: "ইনি আমার স্বামী আর রবিয়া তাঁর ছেলে।" একথা শুনে উভয়

www.dawateislami.net

পিতাপুত্র পরস্পর জড়িয়ে ধরলেন আর তাঁদের চোখে খুশির অশ্রু প্রবাহিত হলো। হযরত ফাররুখ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আনন্দচিত্তে ঘরে প্রবেশ করলেন। যখন শান্ত হয়ে বসলেন তখন কিছুক্ষণ পর তাঁর সেই ত্রিশ হাজার আশরাফির কথা স্মরণে আসলো, যা তিনি যাওয়ার সময় স্ত্রীর হাতে রেখে গিয়েছিলেন। অতএব স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার আমানত কোথায়? বুদ্ধিমান স্ত্রী আরয করলেন: "আমি তা সংরক্ষণ করে রেখেছি।" হযরত রবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখন মসজিদে নববী শরীফে পৌঁছে তাঁর দরসের হালকায় বসে গিয়েছিলেন এবং শাগরেদদের ভীড়ে ইমাম মালেক ও খাজা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর মতো লোকও উপস্থিত ছিলো, তারা শায়খকে ঘিরে রেখেছিলো। হযরত ফাররুখ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামায পড়ার জন্য মসজিদে নববী শরীফে গেলেন তখন এই দৃশ্য দেখলেন; একটি হালকা লাগানো হয়েছে আর লোকেরা খুবই আদব ও মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীন শিখছে এবং একজন সুদর্শন যুবক তাদেরকে দরস দিচ্ছিলো। তিনি পাশে গেলেন তখন লোকেরা তাঁর জন্য জায়গা প্রসারিত করে দিলেন। হযরত রবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাথা নত করে বসে ছিলেন। তাই তাঁর সম্মানিত পিতা তাঁকে চিনতে পারেনি আর উপস্থিতিদের

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলেন: "ইলমের মুক্তা ছড়ানো এই "শায়খুল হাদীস" কে?" লোকেরা বললো: "ইনি হলেন রবিয়া বিন আব্দুর রহমান।" একথা শুনে অতি আনন্দিত অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্যটি বের হলো যে, "لَقَدْ رَفَعَ اللّٰهُ اِبْنِی" অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমার সন্তানকে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন।" অতঃপর খুশি হয়ে স্ত্রীর কাছে এসে বললেন: "আমি তোমার কলিজার টুকরোকে আজ এমন মহান মর্যাদায় দেখেছি যে, এর পূর্বে আমি কোন আলিমকে এমন মর্যাদায় দেখিনি।" সম্মানিতা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনার কি সেই ত্রিশ হাজার দিনার প্রয়োজন নাকি আপনার সন্তানের এই মহত্ব ও মর্যাদা।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "**আল্লাহ**র শপথ! আমার সন্তানের এই শান দিরহাম ও দিনারের চেয়ে আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।" তিনি বলতে লাগলেন: "আমি সেই সমস্ত সম্পদ আপনার সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য খরচ করে দিয়েছি।" একথা শুনে তিনি প্রাণবন্ততার সহিত বললেন: "**আল্লাহ**র শপথ! তুমি এই সম্পদকে নষ্ট করোনি।" (তারিখে বাগদাদ, ৮/৪২১) **আল্লাহ পাকে**র রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মেরে উস্তাদ মা বাপ ভাই বেহেন
আহলে উলদ ও আশিরাত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হায়! প্রতিটি ঘরে যদি কমপক্ষে একজন আলিমে দ্বীন থাকতো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অনেক বড় একটি নেয়ামত, তা অর্জন করা সৌভাগ্যবানদেরই বৈশিষ্ট্য, ইলমে দ্বীন অর্জন করা নফল ইবাদত থেকেও উত্তম, ইলমে দ্বীনের ফযীলতের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আলিম অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়া **আল্লাহ পাকের** গুণ। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: **আল্লাহ পাক** হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন: হে ইব্রাহিম! আমি হলাম আলিম (তথা জ্ঞানী) আর প্রত্যেক জ্ঞানীকে পছন্দ করি।

(জামেয়ে বয়ানুল ইলম ও ফযিলা, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১৩)

হায়! যদি দুনিয়াবী শিক্ষার বড় বড় ডিগ্রি অর্জনের জন্য সকাল সন্ধ্যা চিন্তা করার পরিবর্তে ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেতো। সম্পদ, সম্পদ ও শুধুই সম্পদের চিন্তায় মত্ত থাকার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের আধিক্যের আগ্রহ রাখা উচিৎ, কেননা সম্পদের নিরাপত্তা আমাদের করতে হয় আর ইলমে দ্বীন আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে, ইলমে

www.dawateislami.net

দ্বীন ও ওলামায়ে কামিলিনের অসংখ্য ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমার আকাংখা হলো যে, প্রতিটি ঘরে কমপক্ষে একজন আলিমে দ্বীন হওয়া চাই। নিজের সন্তানকে যদি হাফিযে কুরআন, আলিমে দ্বীন বরং মুফতীয়ে ইসলাম বানানোর সুন্দর ও মহান প্রেরণা নসীব হয়ে যেতো, কেননা এরূপ নেককার সন্তান জীবদ্দশায় তার পিতামাতার অধিক সম্মান ও আদব করে থাকে, বার্ধক্যে তাদের খেদমত করে মহান সাওয়াবের অধিকারী হয় আর পিতামাতার দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর তাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করে সদকায়ে জারিয়ার উপলক্ষ্য হয়ে থাকে।

পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানের অনন্য উপহার

হাদীসে পাকে পিতামাতাকে সন্তানদের ইলমে দ্বীন শিখানোর আদেশ প্রদান করা হয়েছে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের তাদের সন্তানকে আদব শিখানো এক সা' (অর্থাৎ ৪ কিলো থেকে ১৬০ গ্রাম কম) সদকা করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিযী, ৩/৩৮২, হাদীস ১৯৫৮)

www.dawateislami.net

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শিখানোর চেয়ে বড় কোন উপহার দিলো না। (তিরমিযী, ৩/৩৮৩, হাদীস ১৯৫৯) অন্তরে ইলমে দ্বীনের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করার জন্য কয়েকটি কুরআনের আয়াত ও হাদীস উপস্থাপন করছি। এগুলো পাঠ করে নিজেও ইলমে দ্বীন অর্জন করুন আর নিজের সন্তানকেও দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিন।

নিজের ও ফিরিশতাদের সাথে ওলামায়ে কিরামের উত্তম আলোচনা

আল্লাহ পাক ওলামায়ে কিরামের ফযীলতে ৩য় পারা সূরা আলে ইমরানের ১৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰٓىٕكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآىٕمًۢا بِالْقِسْطِؕ﴾ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “**আল্লাহ** সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই আর ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণ ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে।”

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের উদ্ধৃত করার পর বলেন: দেখুন! **আল্লাহ পাক** কিভাবে **তাঁর** পবিত্র সত্তার দ্বারা শুরু করেছেন অতঃপর ফিরিশতা ও এরপর ওলামায়ে কিরামের আলোচনা করেছেন। সম্মান ও ফযীলত এবং মহত্ব

www.dawateislami.net

ও উৎকর্ষতার জন্য এটাই যথেষ্ট। মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়িদ বিন জুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: কাবার আশেপাশে তিনশ ষাটটি (৩৬০) মুর্তি ছিলো, আর এই আয়াতে মুবারকা অবতীর্ণ হলে সকল মুর্তি সিজদায় পতিত হয়ে গেলো।

(তাফসীরে কুরতুবী, ৪র্থ অংশ, পারা ৩, আলে ইমরান, ১৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৩২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ২৮তম পারা সূরা মুজাদালা এর **১১** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: ﴿یَرۡفَعِ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ ۙ وَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ ؕ﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** **"আল্লাহ** তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন।"

ওলামায়ে কিরামের সাধারন মানুষের উপর ফযীলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: "ওলামায়ে কিরাম সাধারন মুমিনের চেয়ে ৭০০ গুণ উচ্চ মর্যাদার হবেন, প্রতি দুই মর্যাদার মাঝখানে ৫০০ বছরের দূরত্ব হবে। **(কুতুল কুলুব, ১/২৪১)**

ইলম ইবাদতের চেয়ে উত্তম কেন?

ইমাম গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **মিনহাযুল আবেদীনে** লিখেন: হে একনিষ্টতা ও ইবাদতের প্রত্যাশীরা! **আল্লাহ পাক**

www.dawateislami.net

তোমাকে তৌফিক দান করুন, সর্বপ্রথম তোমার ইলম অর্জন করা জরুরী, কেননা সবকিছু নির্ভর করে এর উপরই। জেনে নাও, ইলম ও ইবাদত দু'টি এমন মূল্যবান সম্পদ, লেখকের কিতাব, শিক্ষকের শিক্ষা, মুবাল্লিগের বয়ান এবং চিন্তাবিদদের চিন্তাভাবনা থেকে তোমরা যা কিছু দেখছো বা শুনছো এসব এই দু'টির কারণেই। ইলম ও ইবাদতের জন্যই আসমানি কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছে আর রাসূলগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রেরণ দেয়া হয়েছে বরং জমিন ও আসমান এবং এর সকল সৃষ্টিকে এই দু'টির কারণেই সৃষ্টি করা হয়েছে, কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে তিনি আরো লিখেন: বান্দার উপর আবশ্যক যে, তারা যেনো এই দু'টিতেই (অর্থাৎ ইলমে দ্বীন শিখা এবং ইবাদত করা) লেগে থাকে, এর জন্যই নিজেকে ক্লান্ত করে এবং এতেই চিন্তাভাবনা করে। ব্যস জেনে নাও, ইলম ও ইবাদত ব্যতীত যত কাজ রয়েছে সবই বেকার ও অহেতুক, এর কোন উপকারীতা অর্জিত হবে না। (মিনহাযুল আবেদীন, ১১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে ইলমে দ্বীন! হাদীসে পাকে রয়েছে: **আল্লাহ পাক** যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকে দ্বীনি জ্ঞান দান করেন। (মুসলিম, ৪০১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৯২) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: ওলামাগণ হলেন আম্বিয়াগণের ওয়ারিশ।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/১৪৬, হাদীস ২২৩)

www.dawateislami.net

এ থেকে জানা যায়, যেমনিভাবে নবুয়তের চেয়ে বড় কোন মর্যাদা নেই, তেমনিভাবে নবুয়তের উত্তরাধিকার সম্পদের (অর্থাৎ ইলম) চেয়ে বড় কোন মহত্ব নেই।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২০)

আমার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত ওলামায়ে কিরামের প্রতি নিজের ভালবাসার প্রকাশ তাঁর নাতের কিতাব ওয়াসায়িলে বখশীশে এভাবে করেন:

মুঝ কো এ্যয় আত্তার সুন্নী আলিমুঁ সে পেয়ার হে
اِنْ شَآءَ الله দো'জাহাঁ মে আপনা বেড়া পাড় হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাকলীদের প্রমাণ

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই হাদীস দ্বারা দু'টি মাসআলা প্রমাণিত হলো: একটি হলো; কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ ও বাক্য মুখস্ত করে নেয়া ইলমে দ্বীন নয়, বরং তা বোধগম্য হওয়াই হলো ইলমে দ্বীন। এটাই কঠিন, তাই ফুকাহাদের তাকলীদ অর্থাৎ অনুসরন করা হয়ে থাকে, এই কারণেই সকল মুফাসসীরিন ও মুহাদ্দীসীনরা আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মুকাল্লিদ অর্থাৎ অনুসারী হয়েছেন, নিজেদের হাদীসের জ্ঞানের প্রতি গর্বিত হননি,

www.dawateislami.net

কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ তো আবু জাহেলও জানতো। দ্বিতীয়টি হলো; হাদীস ও কুরআনের ইলম উৎকর্ষতা নয় বরং তা বোধগম্য হওয়াই উৎকর্ষতা। আলিমে দ্বীন হলো সেই, যার মুখে **আল্লাহ পাক** ও রাসূলের বাণী থাকবে আর অন্তরে থাকবে এর ফয়যান। (মিরাতুল মানজিহ, ১/১৮৭)

শাফেয়ী মালিক আহমদ ইমাম হানিফ
চার বাগে ইমামত পে লাখে সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলিমে দ্বীন হওয়ার জন্য কতটুকু ইলম হওয়া জরুরী

আমার আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট দু'টি প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আরয (অর্থাৎ প্রশ্ন) ও ইরশাদ (অর্থাৎ উত্তর) আকারে উপস্থাপন করা হলো:

আরয: আলিমের সংজ্ঞা কি?

ইরশাদ: আলিমের সংজ্ঞা হলো; আকায়িদের ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত হওয়া ও অটল হওয়া আর নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী কিতাব থেকে কারো সাহায্য ব্যতীত বের করতে পারা।

www.dawateislami.net

আরয: কিতাব পাঠ করাতেই ইলম অর্জন হয়ে থাকে?

ইরশাদ: শুধু এটাই নয় বরং বরং ইলম "জ্ঞানীদের সাথে কথাবার্তা" বলাতেও অর্জিত হয়ে থাকে।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৫৮ পৃষ্ঠা)

মাদানী বাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জন করার একটি অনন্য মাধ্যম হলো আমীরে আহলে সুন্নাতের ইলম ও হিকমতে ভরপুর প্রশ্নোত্তরের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান মাদানী মুযাকারা এবং বয়ান শুনা। একটি মাদানী বাহার পড়ুন ও ইলমে দ্বীনের আগ্রহ সৃষ্টি করুন! মুরাদাবাদ (ভারত) এর এক ইসলামী ভাই স্বপ্নে সুন্দর বাগান দেখলো, যাতে সুন্নাত অনুযায়ী সাদা পোশাক পারিহিত, নূর বর্ষণকারী নূরানী বুযুর্গ মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নামায পড়ছিলো। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম যে, তাঁর নামায শেষ হওয়ার, তখন আমি তার সাথে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করবো যে, তিনি কে? কিন্তু যখনই তিনি সালাম ফিরালেন, আমার চোখ খুলে গেলো। উঠার পর অন্তরে এক অন্য রকমের প্রশান্তি ও খুশি অনুভব করছিলাম, কিন্তু বারবার এই খেয়ালও আসছিলো যে, এই বুযুর্গ কে হতে পারে? সেই বুযুর্গের যিয়ারতের বরকতে

www.dawateislami.net

আমার অন্তর দুনিয়াবী ঝামেলার প্রতি বিরক্ত হয়ে নেক পরিবেশের দিকে ধাবিত হতে লাগলো। আমার ইলমে দ্বীন শিখার আগ্রহ হলো। এই আগ্রহে একদিন আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হলাম। ইজতিমার শেষে ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ দোয়ার সময় অংশগ্রহণকারীদের কান্না আমার অন্তরের অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিলো। ইজতিমার শেষে এক মুবাল্লিগ আমীরে আহলে সুন্নাতের "কবরের পরীক্ষা" ও "বা-হায়া পরিন্দা" নামে দু'টি সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার জন্য দিলো। আমি যখন তা শুনলাম তখন কবর ও হাশরের ভয়াবহ দৃশ্য আমার দৃষ্টিতে ঘুরতে লাগলো, আমি আতঙ্কিত হয়ে তাওবা করলাম এবং ধীরে ধীরে দ্বীনি পরিবেশের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। তখন কানপুরে (ভারত) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হলো, যাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও শুভাগমন করেছিলেন। যখনই আমি আমীরে আহলে সুন্নাতের যিয়ারত করলাম তখন আমার আশ্চর্যের সীমা রইলো না যে, ইনিই তো সেই মনিষী ছিলেন, যাকে স্বপ্নে আমি যিয়ারত করেছিলাম। (নূরানী চেহেরা ওয়ালে বুযুর্গ, ৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকে**র রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

www.dawateislami.net

কিতনে বানায়ে আলিম ও হাফিয
কিতনোঁ কো হে তুম নে সানওয়ারা
পীরে মেরা পীরে মেরা পীরে মেরা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলিম ও অজ্ঞরা এক সমান হতে পারেনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমন বোবা ও কথা বলতে সক্ষম, অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নরা এক সমান হতে পারে না, তেমনিই আলিমে দ্বীন ও অজ্ঞরা এক সমান হতে পারে না। **আল্লাহ পাক** কুরআনে করীমের ২৩তম পারায় সূরা যুমারের ৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আপনি বলুন; 'জ্ঞানীরা ও অজ্ঞ লোকেরা কি এক সমান?'

তাফসীরে তাবারীতে রয়েছে: এই আয়াতে মুবারাকায় **আল্লাহ পাক নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেন: "হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনার সম্প্রদায়কে বলে দিন যে, যারা এই বিষয়ের জ্ঞান রাখে যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের আনুগত্যে কি (প্রতিদান ও সাওয়াব) রয়েছে আর তাঁর অবাধ্যতায় কিরূপ (আযাব) রয়েছে, তারা কি (মান ও সম্মানে) তাদের সমান হতে পারে, যারা এই

www.dawateislami.net

বিষয়ের জ্ঞান রাখে না? ব্যস তারা (অজ্ঞরা) চিন্তাভাবনা করা ব্যতীত কাজ করে, তারা না নেক আমলের সাওয়াবের ব্যাপারে জানে আর না রয়েছে খারাপ কাজের আযাবের ভয়। অতএব এই দুই প্রকারের লোক এক সমান হতে পারেনা।

(তাফসীরে তাবারী, ২৩তম পারা, আয যুমার, ৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/৬২১)

যুবক আলিম, অজ্ঞ বৃদ্ধের উপর অগ্রাধিকার

"কানযুদ দাকায়িক" কিতাবে রয়েছে: যুবক আলিমের এই অধিকার রয়েছে যে, তাকে অজ্ঞ (অর্থাৎ ইলমে দ্বীন না জানা) বৃদ্ধের উপর অগ্রাধিকার দেয়া।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ইবারতের ব্যাখ্যায় "রমযুল হাকায়িক" এ বলেন: "কেননা যুবক আলিম, অজ্ঞ বৃদ্ধ থেকে উত্তম। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِی الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ (পারা ২৩, যুমার, ৯) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **"আপনি বলুন; 'জ্ঞানীরা ও অজ্ঞ লোকেরা কি এক সমান?'** আর তাই নামাযে তাকে (যুবক আলিমকে অজ্ঞ বৃদ্ধের উপর) অগ্রাধিকার দেয়া হয়, অথচ নামায ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন আর ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয ও শরীয়াতে যার (অর্থাৎ ওলামায়ে কিরামের) আনুগত্য করা হবে সে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত

www.dawateislami.net

হয় আর তাদেরকে কিভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে না যে, ওলামায়ে হক, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام ওয়ারিশ, যেমনটি হাদীসে পাকে এসেছে। (রমযুল হাকায়িক, কিতাবুল খুনসা, ২/২৮৫)

ইলমে দ্বীনের শান

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় প্রজ্ঞা মর্যাদাবানের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে আর গোলামকে এত উচ্চ মর্যাদা দান করে যে, সে বাদশাহের মর্যাদা পেয়ে যায়। (আল মাজরুহিন লিইবনে হাব্বান, ১/৪৭২) এই হাদীসে পাকে ইলমের দুনিয়াবী উপকারীতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আখিরাত অনেক উত্তম ও স্থায়ী।

ইলমে দ্বীনের বদৌলতে সম্পদ ও সম্রাজ্য পেয়ে গেলো

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِمَا السَّلَام কে ইলম, সম্পদ ও সম্রাজ্যের মধ্য থেকে একটিকে নির্বাচন করার অধিকার দেয়া হলো তখন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام ইলমকে গ্রহণ করে নিলেন, সুতরাং তাকে ইলমের বরকতে সম্পদ ও সম্রাজ্য দু'টিই দিয়ে দেয়া হলো। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ২৩ পারা, যুমার, ৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৮২)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! শুধু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করুন আর দুনিয়া ও আখিরাতে এর রবকত অর্জন করুন। হাদীসে পাকে রয়েছে: জমিন ও আসমানের সকল সৃষ্টি আলিমের জন্য ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (তিরমিযী, ৪/৩১২, হাদীস ২৬৯১) অতএব এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কার হবে, যার জন্য জমিন ও আসমানের ফিরিশতারা মাগফিরাতের দোয়া করে। তারা নিজের সত্তায় মগ্ন আর ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় মগ্ন।

ওলামায়ে কিরামের ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর সাতটি বাণী

﴾১﴿ **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন ইবাদত পরায়ণদের তুলবেন অতঃপর ওলামাগণকে তুলবেন এবং তাদেরকে ইরশাদ করবেন: হে ওলামাগণের দল! আমি তোমাদের চিনি তাই তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ইলম দান করেছিলাম এবং তোমাদের এই কারণে ইলম প্রদান করিনি যে, তোমাদের আযাবে লিপ্ত করবো। যাও! আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। (জামেয়ে বয়ানুল ইলম ওয়া ফযিলাহ, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১১)

﴾২﴿ মুমিন আলিম মুমিন আবিদের চেয়ে ৭০ গুন বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। (জামেয়ে বয়ানুল ইলম ওয়া ফযিলাহ, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৪)

www.dawateislami.net

﴾৩﴿ আলিম ও আবিদের মাঝখানে ১০০টি মর্যাদা রয়েছে আর প্রতিটি মর্যাদার মাঝে এতটুকু দূরত্ব, যতটুকু পোষা উন্নতমানের ঘোড়া ৭০ বছর পর্যন্ত দৌঁড়ের অতিক্রম করতে পারে। (জামেয়ে বয়ানুল ইলম ওয়া ফযিলাহ, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৮)

﴾৪﴿ আলিমের ফযীলত আবিদের উপর এমন, যেমন চৌদ্দ তারিখের চাঁদের সমস্ত নক্ষত্রের উপর।

(সুনানে আবু দাউদ, ৩/৪৪৪, হাদীস ৩৬৪১)

﴾৫﴿ আলিমের ফযীলত আবিদের উপর এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের নগন্যদের উপর।

(তিরমিযী, ৪/৩১৪, হাদীস ২৬৯৪)

এই হাদীসে পাক লিখার পর ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ভাবুন তো! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে ইলমকে নবুয়তের মর্যাদার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন আর কিভাবে ইলম শূণ্য আমলের মর্যাদাকে কমিয়ে দিয়েছেন, যদিও আবিদ যেই ইবাদত নিয়মিত করে থাকে, তা ইলম শূণ্য হয় না অন্যথায় তা ইবাদতই নয়, যা ইলম শূণ্য হয়।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২১)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই উদাহরন বর্ণনার প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে, বর্ণনার পরিমাণ হিসাবে নয়, অর্থাৎ

www.dawateislami.net

যেই ধরনের মাহাত্ম আমার সকল মুসলমানের উপর অর্জিত, সেই ধরনের মাহাত্ম আলিমের আবিদের উপর অর্থাৎ তা হলো দ্বীনি মর্যাদা, শুধু দুনিয়াবী মর্যাদা নয়, যদিও এই দু'টি মর্যাদার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বাদশাহের প্রজাদের উপর সম্রাজ্যের, ধনীদের অভাবীদের উপর সম্পদের, ক্ষমতাবানদের অসহায়দের উপর ক্ষমতার, সুন্দরদের কুৎসিতদের উপর সৌন্দর্যের মাহাত্ম অর্জিত। কিন্তু এই মর্যাদা দুনিয়াবী ও অস্থায়ী, নবীর সৃষ্টির উপর দ্বীনি মর্যাদা অর্জিত, যা অনন্তকাল স্থায়ী, এমনই আলিমের অজ্ঞদের উপর, আজ সিকান্দরের কোন ফকিরের উপর সম্রাজ্যের মর্যাদা নেই, কিন্তু ইমাম আবু হানিফার সমস্ত মুকাল্লিদদের উপর অনেক মর্যাদা এখনও রয়েছে। মনে রাখবেন! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবীগণের উপর মর্যাদার মর্যাদা এক ধরনের আর সাহাবীদের মর্যাদা এর চেয়ে ভিন্ন, ওলামায়ে কিরামের মর্যাদা এর চেয়েও ভিন্ন, জনসাধারনের মর্যাদা এর চেয়েও ভিন্ন, নগন্য দ্বারা এই নিম্নস্তরের মর্যাদার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/২০০)**

কিছুদুর পর মুফতী সাহেব আরো বলেন: এর দ্বারা আবশ্যক নয় যে, আলিম নবীর সমান হয়ে যাবে। মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীন হয়তো "ফরযে আইন" অথবা "ফরযে

www.dawateislami.net

কিফায়া” আর অধিক ইবাদত হলো নফল, তাছাড়া আলিমের উপকারীতা সমগ্র সৃষ্টির আর আবিদের উপকারীতা শুধুমাত্র নিজের, অতএব আলিম আবিদের চেয়ে উত্তম। আদম عَلَيْهِ السَّلَام আলিম ছিলেন, ফিরিশতা লাখো বছরের আবিদ কিন্তু সিজদা আবিদরা আলিমকে করেছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২১৬)

﴾৬﴿ কিয়ামতের দিন ওলামাগণের কলমের কালি শহীদের রক্তের সাথে পরিমাণ করা হবে, তখন তাদের কলমের কালি প্রাধান্য লাভ করবে। (তারিখে বাগদাদ, ২/১৯০)

﴾৭﴿ কিয়ামতের দিন তিন ধরনের লোক শাফায়াত করবে, আম্বিয়া, ওলামা ও শহীদ।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/৫২৬, হাদীস ৩৪১৩)

হযতর শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এই তিন দলের সাথে শাফায়াতকে নির্দিষ্ট করা তাঁদের অনেক বেশি ফযীলত ও মাহাত্মতার কারণেই, অনথ্যায় মুসলমানদের মধ্যে সকল নেককার লোকের (যেমন; সত্যবাদী হাজী, বাআমল হাফেযের জন্যও শাফায়াতের অধিকার) প্রমাণিত রয়েছে।

(আশিয়াতুল লুমআত, ৪/৪৩২)

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জানা গেলো, বেশি মর্যাদাবান সেই, যার আলোচনা নবুয়তের মর্যাদার সাথে

www.dawateislami.net

মিলিত হয়েছে আর এই মর্যাদা শাহাদতের চেয়েও বড়, যদিও শাহাদতের ফযীলতেও অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২১)

আলিমে দ্বীনের মাহফিলের বরকতে গায়িকার তাওবা

বসরায় এক সুন্দরী মহিলা বাস করতো। মানুষ তাকে শা'ওয়ানা নামে জানতো। বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তার কণ্ঠও খুবই সুন্দর ছিলো, এত সুন্দর কণ্ঠের কারণে সে গায়িকা ও বিলাপকারীনি হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলো। বসরা শহরে আনন্দ ও শোকের কোন অনুষ্ঠান তাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ মনে করা হতো। এই কারণেই তার নিকট অনেক সম্পদ জমা হয়ে গিয়েছিলো। বসরা শহরের অনৈতিকতার ব্যাপারে তার উদাহরন দেয়া হতো। তার চালচলন ধনীদের মতো ছিলো, সে দামী পোশাক পরিধান করতো ও দামী দামী অলঙ্কার দ্বারা সেজেগুঁজে থাকতো। একদিন সে তার রুমী ও তুর্কি সেবিকাদের সাথে কোথাও যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে হযরত সালিহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘরের পাশ দিয়ে তার গমন হলো। তিনি **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দা, বাআমল আলিমে দ্বীন এবং আবিদ ও যাহিদ লোকদের অন্তর্ভূক্ত

www.dawateislami.net

ছিলেন। তিনি তাঁর ঘরে মানুষকে বয়ান করছিলেন। যার প্রভাবে মানুষের মাঝে ভাবাবেগ এসে যেতো এবং তারা খুবই জোরে জোরে কান্না করা শুরু করে দিতো আর **আল্লাহ পাকের** ভয়ে তাদের চোখ থেকে অশ্রুর ধারা বয়ে যেতো। যখন শা'ওয়ানা নামে মহিলাটি সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন তাঁর ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনলো। তার অনেক রাগ এলো। সে তার সেবিকাদের বলতে লাগলো: আশ্চর্য বিষয় হলো এখানে বিলাপ চলছে আর আমাকে এর সংবাদও দেয়া হয়নি। অতঃপর সে এক সেবিকাকে বাড়ির অবস্থা জানার জন্য ভেতরে পাঠিয়ে দিলো। সে ভেতরে গেলো আর ভেতরের অবস্থা দেখে তার মাঝেও **আল্লাহ**র ভয় জাগ্রত হয়ে গেলো এবং সে সেখানেই বসে গেলো। যখন সে ফিরে এলো না তখন শা'ওয়ানা অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয় অতঃপর তৃতীয় সেবিকাকে ভেতরে পাঠালো কিন্তু তারাও ফিরে এলো না। অতঃপর সে চতুর্থ সেবিকাকে ভেতরে পাঠালো, যে কিছুক্ষণ পরই ফিরে এলো আর সে বললো: বাড়িতে কারো মৃত্যুতে নয় বরং নিজের গুনাহের কারণে কান্না করা হচ্ছে, মানুষ নিজের গুনাহের কারণে **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কাঁদছে।

www.dawateislami.net

শা'ওয়ানা একথা শুনে হেসে দিলো আর তাদেরকে ঠাট্টা করার নিয়্যতে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলো। কিন্তু **আল্লাহ পাকের** অন্য কিছুই ইচ্ছা ছিলো। যখনই সে ভেতরে প্রবেশ করলো **আল্লাহ পাক** তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দিলেন। যখন সে হযরত সালেহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখলো তখন মনে মনে বলতে লাগলো: আফসোস! আমার তো সারা জীবনই নষ্ট হয়ে গেলো, আমি অমূল্য জীবন গুনাহে নষ্ট করে দিয়েছি, তিনি আমার গুনাহ সমূহ কিভাবে ক্ষমা করবেন? এই ভাবনায় চিন্তিত হয়ে সে হযরত সালিহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলো: "হে ইমামুল মুসলিমিন! **আল্লাহ পাক** কি অবাধ্যদের গুনাহও ক্ষমা করে দিবেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ! এই ওয়াজ ও নসিহত এবং ওয়াদা ও শাস্তির সংবাদ সবই তাদেরই জন্যই তো, যাতে তারা সরল পথে এসে যায়। এতেও সে সান্তনা পেলো না, তখন সে বলতে লাগলো: আমার গুনাহ তো আকাশের নক্ষত্র ও সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি। তিনি বললেন: কোন সমস্যা নেই! যদি তোমার গুনাহ শা'ওয়ানার চেয়েও বেশি হয় তবুও **আল্লাহ পাক** ক্ষমা করে দিবেন। একথা শুনে সে চিৎকার করে উঠলো এবং কাঁদতে শুরু কররো আর এতবেশি কান্না করলো যে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে

www.dawateislami.net

গেলো। কিছুক্ষণ পর যখন হুঁশ ফিরে এলো তখন বলতে লাগলো: জনাব! আমিই হলাম শা'ওয়ানা, যার গুনাহের উদাহরন দেয়া হয়। অতঃপর সে নিজের দামী পোশাক ও দামী অলঙ্কার খুলে পুরোনো পোশাক পরিধান করে নিলো আর গুনাহ দ্বারা উপার্জিত সম্পদ গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিলো আর নিজের সকল গোলাম ও সেবিকাকেও মুক্ত করে দিলো। অতঃপর নিজের ঘরে বন্ধ হয়ে বসে গেলো। এরপর সে দিনরাত **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে লিপ্ত থাকতো আর নিজের গুনাহের জন্য কান্না করতো এবং এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো। কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আবেদন করতো: হে তাওবাকারীকে পছন্দকারী এবং গুনাহগারদের ক্ষমাকারী! আমার প্রতি দয়া করো, আমি দূর্বল, তোমার আযাবের কঠোরতা সহ্য করতে পারবো না, তুমি আমাকে তোমার আযাব থেকে বাঁচিয়ে নাও এবং আমাকে তোমার যিয়ারত দ্বারা ধন্য করো। সে এই অবস্থায় চল্লিশ বছর জীবন অতিবাহিত করলো আর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। (হেকায়াতিস সালেহীন, ৭৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

জুঁহি গুনাহ করনে লাগোঁ, তেরে খউফ সে
ফোরান উঠোঁ মে থর থরা ইয়া রাব্বে মুস্তফা
তেরী খাশিয়্যাত অউর তেরে ডর সে, খউফ সে
হার দম হো দিল ইয়ে কাঁপতা ইয়া রাব্বে মুস্তফা

আল্লাহ ওয়ালারাই (সত্যিকার অর্থে) ভীত হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাআমলরাই প্রভাবময় হয়ে থাকে, বাআমল ওলামায়ে কিরামের বয়ান ও লেখা মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দেয়, যেমনটি এখনই আপনারা ঘটনাটিতে শুনেছেন, খোদাভীতির মহান নেয়ামত অর্জনের মাধ্যম হলো ইলমে দ্বীন, কেননা ইলমে দ্বীনের বরকতে **আল্লাহ পাকের** মারিফাত অর্জিত হয়। **আল্লাহ পাক** অসংখ্য জীব সৃষ্টি করেছেন। সকল জীবের মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীবের মুকুট মানুষের মাথায় সাজিয়েছেন। মানুষের আদি পিতা হযরত আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কে নিজের কুদরতের হাতে সৃষ্টি করে ফিরিশতাদের দ্বারা তাঁকে সিজদা করিয়েছেন অতঃপর তাঁকে পৃথিবীতে নিজের খেলাফত দান করেছেন। এসকল উচ্চ মর্যাদা তাঁর এই ইলমের ফযীলতের কারণেই অর্জিত হয়েছে, যা **আল্লাহ পাক** তাঁকে প্রদান করেছেন আর এগুলো এত মহান নেয়ামত

www.dawateislami.net

যে, যেই একে সত্য নিয়্যতে অর্জন করে, সে বঞ্চিত থাকে না এবং তা অর্জনকারী সবচেয়ে অনন্য ও উন্নত যা পায় তা **আল্লাহ পাকের** মহত্ব ও শানের মারিফাত তথা পরিচিতি আর যে **আল্লাহ পাকের** পরিচিতি অর্জন করে তার খোদাভীতির নেয়ামত অর্জিত হয়ে যায়। যেমনটি ২২তম পারা সূরা ফাতিরের ২৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্চে: ﴿اِنَّمَا یَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ﴾ (পারা ২২, ফাতির, ২৮) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ **"আল্লাহকে তাঁর** বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানসম্পন্ন।"

কি শান যে, সিদ্দিকে আকবরের

হযরত আল্লামা মাহমুদ বিন আব্দুল্লাহ হুসাইনি আ'লুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে রূহুল মা'আনিতে বলেন: কিছু কিছু উক্তি অনুযায়ী এই আয়াতে করীমা মুসলমানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তাঁর উপর খোদাভীতির প্রাধান্য ছিলো।

(তাফসীরে রূহুল মা'আনি, ২২তম পারা, ফাতির, ২৮নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/৪৯৯)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সিদ্দিকে আকবরের মানকাবাতে আরয করেন:

www.dawateislami.net

একিনান মাম্বায়ে খউফে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে
হাকীকী আশিকে খাইরুল ওয়ারা সিদ্দিকে আকবর হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের সাক্ষ্যের সাথে ওলামায়ে কিরাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামায়ে কিরামের শানের কথা কি আর বলবো, **আল্লাহ পাক** নিজের সাথে ওলামায়ে কিরামের সাক্ষ্যের ব্যাপারে কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন: ﴿قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ۙ وَ مَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿۴۳﴾﴾ (পারা ১৩, রা'আদ, ৪৩) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আপনি বলুন; '**আল্লাহ** সাক্ষীরূপে যথেষ্ট আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে; আর সেও যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে।"

আল্লাহওয়ালা আলিমের একটি নিদর্শন

সত্যিকার আল্লাহওয়ালা আলিমের নিকট আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তারা দ্রুত বিনাশ হয়ে যাওয়া জীবনের তুলনায় স্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, যেমনটি কারুন, যে কিনা অনেক সম্পদশালী ছিলো, একবার খুবই সেজেগুঁজে নিজের বাহিনী নিয়ে বের হলো, তখন তার সাজসজ্জা দেখে অনেক ঈমান আনয়নকারী বলতে

www.dawateislami.net

লাগলো: হায়! আমরাও যদি এরূপ শান ও শওকত এবং ধন সম্পদ পেতাম, যেমনটি কারুন দুনিয়ায় পেয়েছে। নিশ্চয় সে খুবই সৌভাগ্যবান। এতে তখনকার সময়ের আল্লাহওয়ালা ওলামাগণ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছে তা কুরআনে করীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: ﴿وَقَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَیْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۚ﴾ (পারা ২০, আল কিসাস, ৮০) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর বললো; ঐ সব লোক যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তোমাদের ধ্বংস হোক! **আল্লাহ**র পুরস্কার উত্তম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে।"

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে মুবারাকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আখিরাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা ইলমের মাধ্যমেই জানা যায়। আর এই আয়াতে যুহুদকে (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহীতাকে) ওলামায়ে কিরামের দিকে সম্পর্কীত করা হয়েছে এবং দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহীর গুণ এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা ইলমের সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১৯, ৪/২৭০)

বাস্তবতা তো হলো এটাই যে, আল্লাহওয়ালা ওলামাগণের নিকট তাঁদের সম্পদ হলো তাঁদের ইলম,

www.dawateislami.net

যেমনটি হযরত যুবাইর বিন আবু বকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইরাকে ছিলাম, আমার পিতা আমাকে বার্তা পাঠালেন যে, ইলমকে আবশ্যক করে নাও! যদি গরীব হও তবে এটাই হবে তোমার সম্পদ আর যদি ধনী হও তবে এটা তোমার সৌন্দর্য। (হাদীসে আবী নুঈম আন আবী আলীস সাওয়াফ, ৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬)

জানতে পারলাম, দুনিয়াদারদের দুনিয়াকে লালসার দৃষ্টিতে দেখা ও এতে অর্জিত হওয়া দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা করা, উদাসীন মানুষের কাজ আর জ্ঞানীরা দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী থাকে, আখিরাতে অর্জিত সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং এই সাওয়াব পাওয়ার আশা রেখে নেক আমল করে থাকে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকে। আর এর পাশাপাশি অপরকেও দুনিয়ার আরাম আয়েশ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করার পরিবর্তে পরকালিন সাওয়াব পাওয়ার জন্য চেষ্টা করার প্রতি ধাবিত করে থাকে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২০তম পারা, আল কিসাসম ৮০নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৩২৮)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুধুমাত্র **তাঁর** সন্তুষ্টির জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করার সৌভাগ্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

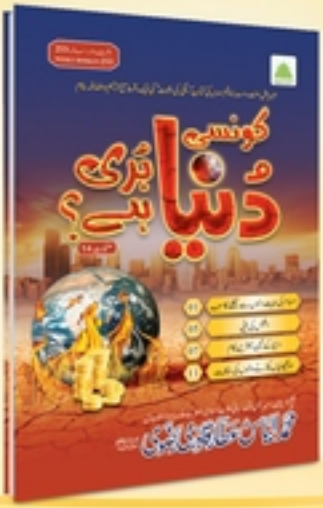

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০৩৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

বাশরীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net